প্রচলিত ধারণা পাল্টে ইন্দ্রাণীর জাতীয় পুরস্কার

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়

নচিকেতার সেই গানটা মনে আছে? 'বৃদ্ধাশ্রম'? যেখানে ছেলে-বউয়ের নব্য-আধুনিক সংসারে ব্রাত্য মা। শেষ পর্যন্ত যাঁর ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে। হ্যাঁ, শহরের বহু নিউক্লিয়াস পরিবারের ছবিটাই হয়তো এইরকম। যেখানে মায়া-মমতা-মানবিকতা অনায়াসেই হারিয়ে যায় 'হাই-সোসাইটি ড্রয়িংরুম'-এর অন্তরালে। মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের হয় পড়ে থাকতে হয় ঝা-চকচকে ফ্ল্যাটের এক অবহেলিত কোণে, নয়তো ওঁদের ঠিকানা হয়ে দাঁড়ায় বৃদ্ধাশ্রম। কিন্তু, এই প্রজন্ম কি সত্যিই নিজেদের পূর্বসূরির প্রতি এতটাই উদাসীন? প্রচলিত এই ধারণাটার নটে গাছ একাই মুড়িয়ে দিয়েছেন ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী। বয়স্ক মানুষের সমস্যা ও তার সমাধানের খোঁজেই তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা। একক প্রচেষ্টাতেই শহরের বুকে একের পর এক কাজ করে চলেছেন তিনি, শুধু বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বার্থে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা, সেবামূলক কাজ ও সমাজের সর্বস্তরে সেই সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসাবেই এবার তিনি পেলেন অনন্য সম্মান। জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় 'সামাজিক ন্যায়বিচার ও অধিকারপ্রতিষ্ঠা' মন্ত্রক 'বয়োশ্রেষ্ঠ' সম্মানে ভূষিত করেছে ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীকে।

এ এক অনন্য সম্মাননা। তবু, তাঁর কাছে কিছুটা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন ইন্দ্রাণী।

অপ্রত্যাশিতই। "জাতীয় পুরস্কার যে পাব, এ আমার ধারণারও বাইরে ছিল। কখনও এই প্রত্যাশাও করিনি আমি"—স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য ইন্দ্রাণীর। আসলে এই দেশ তথা এই শহরের বর্ষীয়ান মানুষের সমস্যা বরাবরই ভাবিয়েছে ইন্দ্রাণীকে। তাই, এই বিষয়কেই গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছিলেন তিনি। 'জেরন্টোলজি'—অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষজনের সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কিত বিদ্যা। 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট' থেকে জেরন্টোলজি-তে ডক্টরেটও করেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য বিষয়ভাবনা ছিল কলকাতার বয়স্ক মানুষের সমস্যা। সেই গবেষণাই পরে তাঁর কর্মজীবনের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। এরপর এই বিষয়েই 'টোকিও ইনস্টিটিউট অফ জেরন্টোলজি' থেকে পোস্ট ডক্টরেট করলেন ইন্দ্রাণী।

তারপর? দেশে ফিরে আসা। আর, সেই শুরু। ১৯৮৮ সালে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে তুললেন নিজের প্রতিষ্ঠান—'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট অফ জেরন্টোলজি'। যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্পর্কে গবেষণা ছাড়াও, তাঁদের সেবার জন্য বিভিন্নরকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রয়েছে তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিষেবাও। বিশেষত, মধ্যবয়স্ক থেকে বর্ষীয়ান মানুষদের শেখানো হয় বিভিন্নরকম কাজ, যা তাঁদের স্বনির্ভর হয়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া, বেশ কিছু বৃদ্ধাশ্রম ও 'ডে কেয়ার সেন্টার'-এর সঙ্গেও যুক্ত আছে তাঁর সংস্থা। অথর্ব, অনাথ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে সেখানে, একেবারে বিনামূল্যে। ইন্দ্রাণীর এই প্রয়াসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বেশ কিছু অসরকারি সংগঠনও। 'হেল্পএজ ইন্ডিয়া' যাদের অন্যতম।

ইন্দ্রাণীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত পরবর্তী প্রজন্মেরও। 'হ্যারি পটার' তুলে রেখে আগামী দিনে ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্প শোনার আশা করতেই পারে তারা। কেননা, তার জিয়নকাঠিটা রয়েছে ইন্দ্রাণীর হাতেই।